করোনায় কেমন আছেন কুষ্টিয়ার সাধুরা?

করোনাভাইরাস সঙ্কটে ভুগছে সারাবিশ্ব। মৃত্যু মিছিলে যোগ দিচ্ছে একের পর এক দেশ। করোনাভাইরাস মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের ২১০ দেশ ও অঞ্চলে। দুই লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ৩১ লাখের বেশি মানুষ।

বাংলাদেশেও এর প্রকোপ বাড়ছে আস্তে আস্তে। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। মৃত্যুও নেই থেমে। করোনা প্রতিরোধে জনজীবন বিপর্যস্ত। দেশব্যাপী লকডাউনে স্থবির হয়ে পড়েছে প্রায় সবকিছু। এর মাঝে কেমন করে দিন কাটাচ্ছেন কুষ্টিয়ার লালন অনুসারী সাধুরা?

‘আপন ঘরের খবর নেনা, অনা’সে দেখতে পাবি কোনখানে সেই বারামখানা’ বাউল সাধক ফকির লালন সাঁইজি তার জীবদ্দশায় মানব ধর্মের কথা বলেছেন, নিজে পালন করেছেন এবং তাঁর শিষ্যদেরও একই মত ও পথ দেখিয়েছেন। ফকির লালন শাহ্ নিজেও সে সময়ের মহামারী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পালক মা’র সেবায় বেঁচে উঠেছিলেন।

এখনও সেই অজানা অদৃশ্য মহামারী রোগে সারা বিশ্ব আতঙ্কিত। লালন সাঁইজিকে মৃত ভেবে তাকে না ছুঁইয়ে কলার ভেলায় ভাসানো হয়েছিল, ঠিক এখনও তাই করোনা রোগে আক্রান্ত হলে জানাজা পড়ানোর ঈমাম খুঁজে পাওয়া দুস্কর হচ্ছে। রোগীকে রাখা হচ্ছে বনবাসে তালপাতার কুটিরে। সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে সামাজিক আর শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার চেষ্টা করছেন।

গতকাল বুধবার এ দূরত্ব মেনে চলার ৫২তম দিন পার হয়েছে। প্রায় দু’মাস হতে চলা এই অঘোষিত লকডাউনে সরকারি বা বেসরকারি ভাবে কর্মহীন, দিনমজুর, দরিদ্র, অস্বচ্ছল ও দুস্থদের মাঝে কম-বেশি ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ত্রাণ সহায়তার আওতায় কি শুভ্র বসনে ও ভুষনে থাকা মানবধর্মে বিশ্বাসী লালন অনুসারী মানুষ গুলো এসেছেন? একবারও কি খোঁজ নেওয়া হয়েছে তাদের? কিন্ত এরাও তো এই সমাজের অংশ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন ঘরবন্দী ফকির-সাধু তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন দীনহীনভাবে। এরা সবসময়ই সংসারের বেড়াজাল বলেন আর মায়াজাল বলেন তার বাইরে থাকেন। স্বেচ্ছায় কেউ

অন্নদান করলে তা গ্রহণ করেন, কিন্তু তা কখনও হাত বাড়িয়ে চেয়ে নেন না।

গুরুভক্তে বিশ্বাসী প্রকৃতিপ্রেমী নির্লোভ মানুষগুলো কখনও অন্যের অমঙ্গল কামনা করেন না। যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে, কেউ ত্রাণ বা সাহায্য সহযোগিতা না পেলে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারকে একদম ‘উদ্ধার’ করে দেয়! কিন্তু সহজ সরল নির্লোভ সাদা মনের মানুষগুলো না খেয়ে থাকলেও কখনও হীনদৃষ্টি দিয়ে অন্যের অনাসৃষ্টি করেন না। অথচ এদের খবর নেবার একটিবারও প্রয়োজন বোধ হয়নি প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের।

সাধুরা সংসারত্যাগী নির্লোভ মানুষ। এরা ভক্তদের সেবা নিয়ে অথবা সাধুসঙ্গ করে মূলত দিনাতিপাত করে থাকেন। করোনায় বর্তমানে সকলেই নিজ বাড়িতে বন্দী। বাদ নেই সাধু, গুরু ও লালন ভক্তবৃন্দ। কোন ধরনের খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে না তারা।

নিরামিষভোজী এসব মানুষগুলো খেয়ে বা না খেয়ে থাকলেও কাউকে বলবে না অন্নদানের কথা। তাই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও দানশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা উচিৎ এসব ধামবন্দী সাধুদের অন্নদানে। এমনটিই মনে করছেন স্থায়ীয় সুশীল সমাজ।

মেহেরপুরে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রচার অভিযানে লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ক জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে লিফলেট বিতরণ করেছে চার্চ অব বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা ইউনিট।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ‘চিকিৎসায় যক্ষা রোগ ভাল হয়, কুষ্ঠ রোগীদের অবহেলা করতে নেই’ এ শ্লোগান সহ বিভিন্ন সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ করেন

এ প্রতিষ্ঠানটি।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিস থেকে বিতরণ কাজ শুরু করে বিভিন্ন গ্রামে পাড়া মহল্লা ও পাবলিক প্লেসে এসকল লিফলেট বিতরণ করেন চার্চ অব বাংলাদেশের যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জেলা সমন্বয়কারি সন্ধা মন্ডল। তাকে সহযোগীতা করেন মাঠ কর্মী মার্টিন লাহেরি। সেই সাথে মহামারি করোনা প্রতিরোধে মানুষকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তারা।

মাদারীপুর-ঢাকা-কুষ্টিয়া ঘুরেও করোনাভাইরাস থেকে শেষরক্ষা হয়নি

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় এবার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা এক নারী ও যুবকের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্ত নারী (৪০) কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ গ্রামের বাসিন্দা।

আক্রান্ত যুবক (২২) একই উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের দক্ষিণ যদুবয়রা গ্রামের বাসিন্দা। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ২৪টি নমুনা পরীক্ষায় দুজনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। তাদের চিকিৎসার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আকুল উদ্দিন বলেন, আক্রান্ত নারীর স্বামী ব্যবসায়ী। তিনি পরিবারসহ মাদারীপুরে বসবাস করেন। করোনার সংক্রমণ শুরু হলে তিনি মাদারীপুর থেকে পরিবার নিয়ে ঢাকায় যান। পরবর্তীতে ২৬ এপ্রিল রাতে ঢাকা থেকে পরিবারসহ কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ গ্রামের বাড়িতে আসেন। খবর পেয়ে পরদিন ২৭ এপ্রিল স্বামী-স্ত্রী এবং ছেলেসহ তিনজনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

সেই সঙ্গে পরিবারটিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। গতকাল বুধবার

বিকেলে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পরীক্ষার প্রাপ্ত রিপোর্টে ওই ব্যবসায়ীর স্ত্রীর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তার স্বামী ও ছেলের রিপোর্ট নেগেটিভ।

ডা. আকুল উদ্দিন আরও বলেন, আক্রান্ত যুবক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। স্ত্রীসহ নারায়ণগঞ্জ থেকে সম্প্রতি গ্রামের বাড়ি দক্ষিণ যদুবয়রায় আসেন। ২৭ এপ্রিল স্বামী-স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। স্ত্রীর রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও স্বামীর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

কুমারখালী উপজেলায় এ নিয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ১০ জনে।

মেহেরপুরে আর কোনো নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে এখন পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ২ জন। আজ বুধবার নতুন প্রাপ্ত ফলাফল ৫৮ টি এরমধ্যে (অসম্পূর্ণ আছে ১৯ টি) নেগেটিভ ৩৯ টি।

আজ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত ফলাফল ৩৪২ টি এরমধ্যে: পজেটিভ ২ টি, নেগেটিভ ৩২১ টি, অসম্পূর্ণ রয়েছে ১৯ টি।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর এর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন মেহেরপুর প্রতিদিন কে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আলমডাঙ্গায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও খামারিরা টিকে থাকতে আর্থিক প্রনোদনার দাবি

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা চলছে লকডাউন। শুধুমাত্র চিকিৎসালয়, ফার্মেসী, কাঁচাবাজর, মুদিখানার দোকান বাদে সমস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। গত এক সপ্তাহ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ভ্যান, রিক্সা, ইজিবাইকসহ সবধরনের অবৈধ যানবাহন চলাচল।

ফলে চরম বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া দিনমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত - মধ্যবিত্তসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা। বেশি বিপাকে পড়েছে ডেইরি খামারিরা।
আলমডাঙ্গা বাজারের বাবু মিষ্টান্ন ভান্ডারের দুইটি ও অধিকারী মিষ্টান্ন ভান্ডার দুইটি মোট ৪টি মিষ্টির দোকান বাদে প্রায় অর্ধশত মিষ্টির দোকানসহ উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে অবস্থিত শতাধিক মিষ্টির দোকান বন্ধ রয়েছে। যে কারণে কম দামে দুধ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে খামারিরা।

আলমডাঙ্গার কুমারীর গ্রামের খামারি রানা মন্ডল জানান, “করোনাভাইরাসের কারণে বড় কোনো প্রতিষ্ঠান দুধ নিচ্ছে না। মিষ্টির দোকান ও হোটেল গুলোও বন্ধ। অল্প দামেও দুধ বিক্রি সম্ভব হচ্ছে না। এখানে দুধ সংরক্ষণ করে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে আমার খামারে দুধ না দুইয়ে বাছুরকে দিয়ে সবই খাওয়ানো হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে খামারিরা পথে বসে যাবেন বলে মন্তব্য করেন।

কলেজ পাড়ার খামারি জেহুন আলী সেন্টু বলেন, ‘আমার খামারে ৬টি গাভী রয়েছে। দুধ বিক্রি করতে পারলে প্রতিদিন সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা আসতো। কিন্তু এত দুধ কোথায় বিক্রি করব? মিষ্টির দোকান বন্ধ।”

অন্যদিকে, বিভিন্ন খামারের মালিকরা তাদের খামারের পশুদের জন্য খাবার কিনতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন। বর্তমানে যানবাহন চলাচল না করাতে পশুখাদ্যের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে লোকশানের বোঝা মাথায় নিয়ে খামার বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবেনা

বলে জানিয়েছেন আলমডাঙ্গার বিভিন্ন খামারের মালিকরা।

আলমডাঙ্গার কুমর নদ পাড়ের খামারি আব্দুল জব্বার লিপুর গরু মোটাতাজাকরণ খামার, ছাগল ও হাঁস-মুরগির খামারের বেহাল অবস্থা। তিনি বলেন, “প্রয়োজনীয় খাবার বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতি পন বিচুলি আগে যেখানে নিত ১৩০ টাকা বর্তমানে তা হয়েছে ৩’শ ৫০ টাকা। তাও আবার সময় মতো পাওয়া যায়না। গরুর খামারে বছরে তিনবার গরু বিক্রি করা হয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখ আর দুই ঈদে। এবারের পহেলা বৈশাখে একটিও গরু বিক্রি হয়নি। সামনে আসছে ঈদ। ঈদেও এবার কি হবে বলা মুসকিল।” খামার শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে খামারিদের সুদমুক্ত ঋণ ও আর্থিক প্রণোদনার দাবি জানিয়েছেন।

যশোরে আরও ২৬ জনের করোনা শনাক্ত

যশোর জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) জিনোম সেন্টারে জেলার মোট ৮২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়, যার মধ্যে ২৬টি নমুনায় কোভিড-১৯ পজেটিভ পাওয়া যায়। এ নিয়ে যশোর জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৭০।

এদিকে একই ল্যাবে গত ২৪ ঘণ্টায় ঝিনাইদহের ৩৩টি, নড়াইলের ৬টি এবং মাগুরার ৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এগুলোর ফলাফল নেগেটিভ এসেছে।

স্বল্প পরিসরে পালিত হলো ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

মেহেরপুর প্রতিদিন এর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রধান কার্যালয়ে স্বল্প পরিসরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

এ উপলক্ষে প্রতিনিধি ও পেপার বিলিকারকদের নিয়ে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। গত ২৬ মার্চ মেহেরপুর প্রতিদিন এর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন হওয়ার কথা থাকলেও করোনা পরিস্থিতির কারনে পালন করা হয়নি। করোনা পরিস্থিতিতি কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে সঠিক তথ্য না থাকায় সামাজিক ও শারিরীক দুরুত্ব বজায় রেখে শুধু ইফতার মাহফিলের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পত্রিকার প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিন এর যুগ্ম সম্পাদক আল-আমিন, চীফ রিপোর্টার মর্তুজা ফারুক রুপক, স্টাফ রিপোর্টার এ শাহীন সিদ্দিকী, আক্তার হোসেন, শহিদুল ইসলাম, পারভেজ, বাসারুল, ফয়সাল, পিয়াল, রনি, মিন্টু সহ প্রত্রিকা সংস্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

মা ও ৩ সন্তানকে গলা কেটে হত্যা: মূলহোতা পারভেজ গ্রেফতার

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় প্রবাসীর স্ত্রী ও তিন সন্তানকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় মূলহোতা পারভেজকে (২০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ

ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

রোববার দিবাগত রাতে উপজেলার আবদার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার পারভেজ শ্রীপুর উপজেলার আবদার গ্রামের কাজিম উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, পারভেজকে শ্রীপুরের আবদার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে পারভেজ হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছেন।

পরে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার ঘর থেকে রক্তমাখা কাপড়, মাটির নিচ থেকে মোবাইল ফোন, পায়জামার পকেট থেকে তিনটি গলার চেইন, কানের দুল ও লুট করা স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় তার সঙ্গে কয়েকজন অংশ নিয়েছিলেন।

বিস্তারিত পরে সংবাদ সম্মেলন করে জানানো হবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার বিকালে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার জৈনাবাজার এলাকার একটি বাড়ি থেকে মা, দুই মেয়ে ও এক ছেলের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

বুধবার দিবাগত রাতের কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা চারজনকে গলা কেটে হত্যা করে।

নিহতরা হলেন- আবদার এলাকার প্রবাসী রেদোয়ান হোসেন কাজলের স্ত্রী ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক স্মৃতি আক্তার ফাতেমা (৪৫), তার বড় মেয়ে সাবরিনা সুলতানা নূরা (১৬), ছোট মেয়ে হাওরিন হাওয়া (১২) ও প্রতিবন্ধী ছেলে ফাদিল (৮)। সূত্র-যুগান্তর

পিপিই বানানোর কথা বলে অন্য পণ্য বানাচ্ছে গার্মেন্টস মালিকরা

গাজীপুরের বেশ কিছু গার্মেন্টে পিপিই বানানোর কথা বলে অন্য পণ্য বানাচ্ছে। শ্রমিকদের ডেকে এনে কাজ করালেও তাদেরকে বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে না। মানছে না স্বাস্থ্যবিধি এমন অভিযোগ করেছেন গাজীপুরের পুলিশ সুপার বেগম শামসুন্নাহার।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়ে তিনি এ অভিযোগ করেন।

কনফারেন্সে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পর গাজীপুর ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নতুন করে শ্রমিক আনা ঠিক হবে কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শ্রমিকদের থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে সীমিত পরিসরে পোশাক কারখানা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিতে নির্দেশনা দেন।
বিজিএমইএ’র সভাপতি রুবানা হকের বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষকে (বিআরটিএ) দেয়া একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে আলোচনার সূত্রপাত হয়। বিজিএমইএ সভাপতি আগামী ২৬ এপ্রিল গাজীপুরে বেশ কিছু রফতানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার লক্ষ্যে শ্রমিকদের আনার জন্য বাসের ব্যবস্থা করতে এ চিঠি দেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

নারায়ণগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় ৮১ করোনা রোগী শনাক্ত, মৃত্যু ৪

নারায়ণগঞ্জে বেড়েই চলেছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় এ জেলায় ৮১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। এই সময়ে সেখানে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের।

সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত জেলায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধি ডা. জাহিদুল ইসলাম গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় চিকিৎসাধীন ৭জন সুস্থ হয়েছেন বলেও জানান তিনি।
জাহিদুল ইসলাম জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ১১৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাপ্ত ফলাফলে ৮১ জনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত করা হয়েছে। আর এখন পর্যন্ত জেলায় মোট ৯৫৭ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৪১ জনের ফলাফলে পজিটিভ এসেছে।

জেলায় এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত মোট রোগীর সংখ্যা ৪৪১ জন (মৃত্যুসহ)। এদের মধ্যে জেলায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৩০ জনের। আর সুস্থ হয়েছেন ১৬ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন